R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী. চেয়ার. টেবিল,
খাট. সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
২৫ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে কার্তিক. বুধবার, ১৪১৩ সাল।
৮ই নভেম্বর ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বিএসএফের ধরা ৮৫টি গরু শুল্ক দপ্তরের কারসাজিতে আবার পাচারকারীদের হাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের বিড়ি শিল্প ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন খ্যাতি পেয়েছে, তেমনি বর্তমানে চোরা পাচারের জন্যও বিখ্যাত হয়েছে এই শহর। শহরের উপকন্ঠে সামসেরগঞ্জ থানা এবং শুল্ক দপ্তরের সাইনবোর্ড শোভা পেলেও শহরের মধ্যে দিয়ে গঙ্গা নদী পার করে প্রতিদিন হাজার হাজার গরু, চিনি, সাইকেল ও ওষুধপত্র পাচার হচ্ছে বাংলাদেশ। নিমতিতার ১০৮ ব্যাটেলিয়ানের এ, সি অরবিন্দ কুমারের নেতৃত্বে ৮৫টি গরু আটক করে ধুলিয়ান শুল্ক দপ্তরে জমা দেয়া হয় গত ১৪ অক্টোবর '০৬। যার আনুমানিক মূল্য ৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে খবর শুল্ক দপ্তরের কর্মকর্তারা ওখানকার চোরা চালানের দালাল বলে খ্যাত নিজামুদ্দিন সেখ ওরফে বুদ্ধুর তৎপরতায় ধৃত ৮৫টি গরু নাকি ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫০০ টাকায় আবার সেই পাচারকারীদের কাছেই বিক্রী করে দেয়। এর দালালি বাবদ গরু প্রতি ২৫০ টাকা পান বুদ্ধু। এদিকে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫০০ টাকা শুল্ক দপ্তরে গরু ক্রেতারা জমা দিলেও তাদের নাকি সরকারী রসিদ দেয়া হয় ২ লক্ষ ১২ হাজার টাকার। শুল্ক দপ্তরের এই ধরনের বেপরোয়া মনোভাবে স্থানীয় মানুষ স্তম্ভিত। (শেষ পৃষ্ঠায়)

অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের পরীক্ষায় কুড়িজনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ শিশু বিকাশ প্রকল্পের অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ছিল গত ২৯ অক্টোবর জঙ্গিপুর হাই স্কুলে। সেখানে ৭০১ জন পরীক্ষার্থিনী রোল নম্বর মতো পরীক্ষা কক্ষে বসেন। বেলা এগারোটায় পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও পরীক্ষা শুরু হয় সওয়া বারোটায়। পরীক্ষার্থিনীদের কয়েকজনের অভিযোগ, তাদের মধ্যে কুড়িজনকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাদাভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। কুড়িজনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ায় স্বাভাবিকভাবে অন্যদের মধ্যে সন্দেহ জাগে। অভিভাবকেরা এর প্রতিবাদ জানাতে শুরু করলে স্কুলের মেন গেট বন্ধ করে দেয়া হয়। সেখানে তখন সিলেকশন কমিটির অন্যতম সদস্য জঙ্গিপুরের বিধায়ক আবুল হাসনাৎ, রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমনাথ সিংহ রায়, বিডিও অনির্বাণ কোলে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিধায়কের বক্তব্য, 'কুড়িজনের পরীক্ষা পৃথক ঘরে নেয়ায় আমাদের কৈফিয়তের মুখে পড়তে হচ্ছে ঠিকই, তবে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছি পরীক্ষা নিয়ে কোন রকম কারচুপি এখানে হয়নি। কেননা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করা, (শেষ পৃষ্ঠায়)

পাঁচদিনের ভারত কিষাণ নবোদয় উৎসব শেষ হলো

অসিত রায় : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলের মাঠে ভারত কিষাণ নবোদয় উৎসবের সূচনা করলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখোপাধ্যায় গত ৩০ অক্টোবর '০৬। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ কয়েক দশক কেটে গেলেও আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের এখনও মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। নেই সকলের জন্য শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ বা বিদ্যুতের স্বাচ্ছন্দ্য। বেশী ভাগ চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই। যেমন বেহাল অবস্থা রাস্তার তেমনই প্রত্যেকের জন্য নেই স্বাস্থ্যসম্মত পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা। গ্রাম বাংলার পিছিয়ে পড়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরের কন্যা এখন অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর প্রাক্তন অধ্যাপক অজিত মুখার্জীর কন্যা শ্রীমতী কন্যা মুখোপাধ্যায় এখন সিনিয়র নিওনেটল রেজিষ্টার রূপে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে একটি সরকারী হাসপাতালে কর্মরত আছেন। কন্যা চন্ডীগড়ের পি,জি, আই থেকে শিশু চিকিৎসায় এম, ডি ও নবজাতক বিদ্যায় (নিওনেটলজি) ডি, এম ডিগ্রী লাভ করেন। উল্লেখ্য, চন্ডীগড়ের সুবৃহৎ সুপার স্পেশ্যালিটি পি, জি, আই হাসপাতালটি ভারতের (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে কার্তিক বুধবার, ১৪১৩ সাল।

স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট তিনদিন ছিল জনাকীর্ণ। গ্রামগঞ্জ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে সমাজের কত দুঃস্থ মানুষ, যাহাদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাইবার তেমন কোন সুযোগ নাই। সময় সীমার দিক হইতে এই প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর। তাই তাহারা আসিয়াছে সুদূর প্রত্যন্ত গ্রাম হইতে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুযোগ পাইবার প্রত্যাশায় লাইনে অপেক্ষা করিয়াছে। অনেকেরই সুযোগ মিলিয়াছে অনেকের পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। স্থানীয় হাসপাতালে অথবা গ্রামের হেলথ সেন্টারে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমনতর তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সদরঘাটে সদ্য অনুষ্ঠিত ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে আসিয়াছিলেন নেভি, আর্মি ও এয়ার ফোর্সের বিভিন্ন বিভাগীয় দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। সাধারণ মানুষ তাই এই ক্যাম্পে আসিয়াছিল রোগ নির্ণয় এবং রোগের নিদানপত্র পাইবার আশায়। কারণ যাহাদের অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা কিংবা দক্ষিণ ভারতে গিয়া চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়, তাহাদের জন্যই ছিল এই তিন দিনের অনুষ্ঠান। তবে সাধারণ মানুষ মনে করেন—এই রকম স্বাস্থ্য পরিষেবার অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে করাইতে পারিলে তাহারা উপকৃত হইবেন। এই চিকিৎসা পাইবার সুযোগ বা অধিকার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আছে। কিন্তু যাহারা অর্থবান, উচ্চ পদস্থ এবং মোটা মাহিনার কর্মচারী কিংবা শিক্ষায়তনের শিক্ষক শিক্ষিকা, তাহারও বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখানোর সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করেন নাই—এই ঘটনায় তাহাদের মানসিকতার নগ্নরূপ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন। যাহাদের আর্থিক সাধ্য বা স্বচ্ছলতা আছে তাহারা সমাজের দরিদ্রতম সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়াইয়া সুযোগ গ্রহণ করিলেন এবং আরো কিছু গরীব মানুষের সুযোগে বাধা সৃষ্টি করিলেন—ইহাতে বিস্ময় হয়। আমাদের পত্রিকার সংবাদ প্রতিবেদন হইতে জানা যায়—এই স্বল্প সময়ের স্বাস্থ্য শিবিরের পরিষেবায় এতদ্ অঞ্চলের প্রায় সাত হাজারের মত গরীব মানুষ রোগ নির্ণয় এবং নিরাময়ের সুযোগ লাভ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। বিনা-মূল্যে তাহাদেরকে মূল্যবান ঔষধপত্র দেওয়া হইয়াছিল। মাননীয় সাংসদের এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। এই ধরনের উদ্যোগ মাঝেমধ্যে করাইতে পারিলে গরীব সঙ্গতিহীন মানুষ সবিশেষ উপকৃত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্ষমতাসীন অন্য দলও যদি এই ধরনের ক্যাম্প করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তবে সঙ্গতিহীন গ্রামের মানুষ উপকৃত হইতে পারেন। তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে কয়েকটি দিনের এই উদ্যোগ কী যথেষ্ট? কতটা ফলপ্রসূ? সে প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষের কাছে তাহাই অনেকখানি।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধন দাস

অসাধু ব্যবসায়ীরা অবাধে বৃক্ষনিধন করে চলেছে। 'একটি গাছ একটি প্রাণ' ছাপানো খবরের কাগজের ঠোঙা বানিয়ে তাতে করে আনা হয় মদ্যপানের 'চাট'। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাসস্থানের প্রয়োজনে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে নির্মমভাবে। এক সময় প্রতি পাড়াতেই একটা করে শিউলিগাছ ছিল, পুজোর আগে বাচ্চারা দলবল বেঁধে শিশিরভেজা পায়ে শিউলি কুড়াতো, শিউলির বোঁটা জলে ভিজিয়ে বাসন্তী রং তৈরী করে তাই দিয়ে পুতুলের বিয়ের শাড়ি 'ছোপানো' হত। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি ও অম্বুবাচীর দিন গ্রামের প্রতিটি বাড়ির দরজায় দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত টাটকা ভেঙে আনা নিম ও সপ্তপর্ণী পাতা। বসন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো মাদার শিমুলের বর্ণবৈভবে। সাতটা গ্রাম ঘুরেও এইসব গাছগাছালি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হারিয়ে যাচ্ছে দোয়েল, বউকথাকও, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা এমনকি সকাল হলেই রান্নাঘরের চালে এসে বসা কাক পাখিরাও। অতদিন আগেই জীবনানন্দ লিখেছেন—"এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে / নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক / এ পাড়ার বড়ো মেজো / ওপাড়ার দুলে বোয়েদের / ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত / এখন টুঁ শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরও।" গাঁয়ের আকাশে এখন আর ওড়ে না 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা', নিরুদ্দেশ চিল, বাজ, শকুনেরাও।

গ্রামীণ জীবন থেকে পালাপার্বনগুলো এখন লুপ্ত হতে বসেছে। ঘটা করে মেয়েদের ইতুপুজো, পুণ্যিপুকুর ব্রত-উদ্‌যাপন ছিল পল্লীজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। যে বামুনদিদি আমার মাকে মঙ্গলচন্ডীর কথকথা শুনিয়ে যেত, এখন সে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী। লেখাপড়া জানা মেয়েরা আজকাল নিজেকে আধুনিকা-প্রতিপন্ন করতে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে শিখেছে। ব্রতকথা শোনার সময়টুকুতে সে ঙ-টিভিতে রোজগেরে গিন্নী দেখবে বা বাতাস-বাঙলায় কইমাছের কালিয়া বানানো শিখবে। একসময় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে চড়কপুজায় মূল আকর্ষণ ছিলো পিঠে বঁড়শী বেঁধে ঝুলে-পড়া কিম্বা ঢোলক বাজিয়ে আকন্দের মালা গলায় দিয়ে ভূতের নাচ নেচে বেড়ানো। এখন গাজন ভক্তরা এই অনার্য ক্রীড়া-কৌতুকে লজ্জা পায়, কেন না তাদের সামনে তো আদর্শ বলতে রূপালী পর্দার 'শারুখ খান'! রথযাত্রা, দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো আছে ঠিকই, কিন্তু শহুরে তামসিকতার ছোঁয়ায় গ্রামের এই উৎসব-গুলো তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। রঙের উৎসব দোল আজ অনেক গ্রামেই সিদ্ধিভাঙ খেয়ে কাদা-পাঁকের মাতলামিতে পরিণত হয়েছে। বসন্ত উৎসবের ডাকে সাড়া দিতে গৃহ-বাসীরা আজ আর কেউ দ্বার খুলতে চায় না। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় চালের নাড়ু আর তিলের নাড়ুর লোভে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গণপ্রণামের মজা আজকের বালকেরা আর পায় না। টিভিতে সান্ধ্য সিনেমার মজা থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না বলে, বাড়ির ছোট ছেলেটিকে চোখ রাঙিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেওয়ানো হয়। টিভি-সিডির গগনবিদারী আওয়াজে শঙ্খধ্বনি চাপা পড়ে যায়, দু' সেকেন্ড জ্বলার পরেই অভিমানে নিভিয়ে যায় সন্ধ্যাপ্রদীপের সলতে! সকালবেলা দরজায় জলছড়া দেবার রেওয়াজও এখন অনেক বাড়িতে নেই। মহালয়ার পুণ্য প্রত্যুষে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কন্ঠে উদাত্ত স্তোত্রপাঠ এখন গ্রামেও ঢাকা পড়ে যায় একডজন কমার্শিয়াল চ্যানেলের শব্দতান্ডবে!

বিশ্বায়নের বিষবাষ্পে পাশ্চাত্যের বেনোজল ঢুকে পড়েছে বাংলার গ্রামীণ জীবনেও। বলিউডি তারকাদের গ্ল্যামারের ছটায় ম্লান হয়ে গেছে দুঃখিনী বেহুলারা। মনসা প্রতিমা পুজো উপলক্ষে সাতদিন ধরে হ্যাচাকের আলোয় বিষহরির দল নেচে গেয়ে (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গি মশা

শীলভদ্র সান্যাল

সাবাস মশা ! ইতস্ততঃ কামড় দেবার বাতিকে
এক্কেবারে কামড়ালি খোদ প্রধানমন্ত্রীর নাতিকে !
এক নম্বর খবর হ'য়ে এলি সটান ফার্স্ট পেজে
নতুন আর এক সন্ত্রাস তুই নিয়ে এলি সঙ্গে যে !
জঙ্গিদমন করতে পারে কোনও তাবিজ-তাগা না
মন্ত্রীমশাই ফেরেন তো তাই সাঙ্গ করে হাভানা
সাবান দিয়ে ফেলেন ধুয়ে পুরনো সব তিক্ততা
প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বসে কথা চালান মিত্রতার
মাঝেমাঝেই কর্ণে শুনি মনমোহিনী ভাষ্য যে
গোঁফের ফাঁকে দেয় যে উঁকি লাজুক তাঁহার হাস্য যে !
ঘরে ফিরেই হঠাৎ একী পারিবারিক বিপর্যয়
ঠাহর করেন ক্ষুদ্র মশার ক্ষয়-ক্ষমতা কী পর্যায় !
হালফিল এই আগাম খবর কে পেরেছে জানিতে
পরিপাটি গাড়ির ঘাঁটি একবারে রাজধানীতে !
সেখান থেকে উঠল পেকে সমস্যাটা দেশজুড়ে
প্রশাসনে কম্প তুলে দিব্যি বেড়াস বেশ ঘুরে !
এমন কি তুই শিল্প হেতু আটকে দিলি লগ্নিটা
আতঙ্কেতে সিঁটিয়ে থাকে সবার ভ্রাতা-ভগ্নীটা
উদরে তোর মারণ ব্যাধি ডেঙ্গি চিকনগুনিয়া
ভক্তি বাড়ে কীর্তি বহুল তোর পাঁচালি শুনিয়া
হায়রে মশা ! ক্ষুদ্র মশা ! বিধির নয়া অবতার,
হাড়ে হাড়ে মালুম হল তোর পরিচয় ক্ষমতার
'মারতে ম া কামান-দাগা'—এই শুনেছি প্রবাদে
কথাটা যে সত্যি কত, বুঝছি প'ড়ে প্রমাদে
পরিব্রাহী জনরবে ছড়াল তোর মহিমা
সাম্যবাদের বার্তা নিয়ে কাশ্মীর থেকে কোহিমা !
মন্ত্রীমশাই বলেন সদাই, অবস্থাটা আয়ত্তে
বলেন, যদি মশা আছে, দাওয়াই আছে কী করতে ?
আসলে তাঁর ঘুমের মধ্যে বিনবিনিয়ে গাচ্ছে মশা
সাংবাদিকে ধরছে ছেঁকে এমনি তাঁহার শনির দশা !
হায়রে মশা ! জঙ্গি মশা ! কামড় কবে দিবিরে
দেশজুড়ে সব গেড়ে বসা গোপন জঙ্গি-শিবিরে
জঙ্গিপনায় জঙ্গি দমন—সেই তো সেরা সমাধান
চুক্তি করেও পারছেনা যা ভারত এবং পাকিস্তান।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম (২য় পৃষ্ঠার পর)

গ্রামীণ শ্রোতাদের মন জয় করতো একসময়। এই দলে থাকতো একজন মূল গায়ক, একজন কমেডিয়ান আর 'ছোকরা' সাজার জন্য অল্পবয়সী একজন বালক। তাছাড়া 'বাজনদার' ও অন্য অভিনেতারাও থাকতো। আজ বেহুলা সাজা 'ছোকরা ছেলেটি স্বর্গপুরে ইন্দ্রের সভায় উত্তেজক হিন্দী গানের সঙ্গে নেচে দেবতাদের মন ভোলায়। 'বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার' পায়ে আজ আর কেঁদে ওঠে না। কোলের ছেলেকে মাটিতে ঘুম পাড়িয়ে দুখিনী বেহুলার সঙ্গে আজ আর কোনো গ্রামের মা কলার মান্দাসে রাতভোর ভেসে যায় না। (চলবে)

এ্যাকাউনটেন্ট চাই

রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মপিউটার জানা একজন দক্ষ এ্যাকাউনটেন্ট প্রয়োজন। ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হচ্ছে।

মোবাইল ঃ ৯৯৩২৩৫৮৫৩৪

রক্ত দানে গ্রামে বিপুল সাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের খোদারামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় গত ৩১ অক্টোবর ক্লাব গৃহে এক রক্তদান শিবির খোলা হয়। সেখানে ৭০ জনের রক্ত নেয়া হয়েছে। রক্ত সংগ্রহের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় লাইনে দাঁড়ানো বাকী ৬০ জনের রক্ত নেয়া সম্ভব হয়নি। এ খবর জানান ক্লাব সম্পাদক মহঃ আমিনুল ইসলাম।

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত পঃ বঃ তন্তুবায়, সুদর্শন বি. কম (৩১) উচ্চতা ৫'-৬", নম্র, ভদ্র, নেশাহীন ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, চাকুরীরতা / ঘরোয়া উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ।

অজয় কৈলঠে। রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৯২৩২৯৯৬০১৫/৯২৩২৭৬৮৮৬৪

বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার সুবীর সিংহ রায়, পিতা সন্তোষকুমার সিংহ রায়, মিঠিপুর, মুর্শিদাবাদ। আমার গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখার রসিদ নম্বর ১৯১৯, এ্যাকাউন্ট নম্বর ১৬৫/৬১, মোট ১০,২২২·৫০ টাকার একটি ফিক্সড ডিপোজিট সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। জঙ্গিপুর টি. ও. পি-তে ডায়েরী করা হয়েছে। ডায়েরী নম্বর ৬৬২, তাং ২৩/১০/০৬

With the best compliments of :

S. D. Construction

P. O. Ichapur

Dt. 24 Parganas (N)

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ নিউ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

হাসপাতালের নানা দুর্নীতিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ডি, ওয়াই, এফ, আই-এর জঙ্গিপুর শাখা গত ২৬ অক্টোবর মহকুমা হাসপাতালের নানা দুর্নীতি নিয়ে সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে উল্লেখযোগ্য দাবীর মধ্যে ছিল— ১। বেশ কয়েকজন ডাক্তারের তিনদিন ডিউটি ও তিনদিন ছুটি চালু অবিলম্বে বন্ধ করা। ২। ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়ে হাজির ও আউটডোরের সব বিভাগ চালু রাখা। ৩। দীর্ঘদিন খারাপ হয়ে থাকা আলট্রাসোনোগ্রাফি মেসিন চালু করা এবং কোন্ অজ্ঞাত কারণে এটা চালু হচ্ছে না তার তদন্ত করা। ৪। ব্লাড ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ ও রক্তের সমস্যা অবিলম্বে লাঘব করা। ৫। ডেলিভারীর ক্ষেত্রে যখন তখন সিজারের কারণ দেখিয়ে বহরমপুর বা নার্সিংহোমে রেফার না করা। ৬। রাতে অপারেশন থিয়েটার চালু রাখা। ৭। রাউন্ডের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময় মেনে হাজির থাকা। ৮। ডেলিভারী রুমের গেটে নিয়মিতভাবে কর্মী নিযুক্ত করা। ৯। যে কোন ক্ষেত্রে হাসপাতালের মধ্যে দালালদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি।

কিষাণ নবোদয় উৎসব (১ম পৃষ্ঠার পর)

এইসব মানুষদের দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। জনহিতকর বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর সার্থক রূপদানের প্রয়োজনে এই নবোদয় প্রকল্পের সূচনা বলে জানান প্রণববাবু। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল ডঃ পি. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে জানা যায়, গত জুন মাস পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৬৪টি গ্রামে এই নবোদয় উৎসবের আয়োজন হয়েছে। পুরুলিয়ার বেলকুড়ি এবং বীরভূমের রামনগরের পর মুর্শিদাবাদে এই উৎসব হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রয়োজনে নেওয়া হয়েছে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বাড়ানো, অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিকাঠামো তৈরী, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়োজনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দিষ্ট কর্মসূচীর প্রয়োজনে অর্থের বরাদ্দ প্রভৃতি ১৫ দফা কর্মসূচী। মির্জাপুরে ৩২টা স্টলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এই সব প্রকল্প সার্থক করে তোলার বিভিন্ন রূপরেখা। পাঁচদিনের এই উৎসব শেষ হয় ৩ নভেম্বর। মোট খরচ ৯ লক্ষ টাকা। প্রণববাবু এ প্রসঙ্গে আরও জানান, প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলেই এই কর্মযজ্ঞ সফল হবে না। এর সাফল্য এবং সার্থকতা তখনই আসবে যখন এইসব পিছিয়ে পড়া গ্রামের মানুষেরা জানার এবং শেখার আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবে। সেই সাথে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরও এগিয়ে আসতে হবে তাদের কর্মসূচী শেখানের আন্তরিকতা নিয়ে। এই জানা এবং জানানোর মানসিকতার মেলবন্ধনই হবে নবোদয়। প্রকল্পের সার্থকতা।

পাচারকারীদের হাতে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের কারো কারো বক্তব্য। একটা গরু বা অন্য কোন পাচার করা মাল আজ পর্যন্ত শুল্ক দপ্তরের তৎপরতায় এখানে ধরা পড়েনি। লোকের অভাব, অফিসের কাজের চাপ ইত্যাদি দোহাই দিয়ে কর্মীরা নিজেদের আখের গুছিয়ে যাচ্ছে আর সরকারের আর্থিক ক্ষতি করছে। এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত প্রয়োজন।

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম তিনটি হাসপাতালের একটি। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় শিশু চিকিৎসায় সর্বভারতীয় ডি. এন. বি ডিগ্রীও লাভ করেন। তিনি নবজাতকের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সমস্যা সম্বন্ধে একজন সর্বভারতীয় বিশেষজ্ঞও বলে জানা যায়।

কুড়িজনের পৃথক ব্যবস্থা (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা হলে গার্ড দেয়া, খাতা দেখা সব কিছুর দায়িত্ব জঙ্গিপুরের এসডিওর ওপর। এছাড়া পুরোনো প্রমোশন, সিডিউল কাস্ট কোটা ইত্যাদি থেকে সব নিয়ে ১২—১৩ জনকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হবে। সেখানে কুড়িজনের প্রশ্ন আসাটা অবান্তর।' তবে নির্দিষ্ট কুড়িজনের কেন (কয়েকজনের রোল নং ৬, ৪৪, ৪৪৭, ৭০২) আলাদাভাবে পরীক্ষা নেয়া হলো এর কোন পরিষ্কার উত্তর বিধায়ক আবুল হাসনাৎ দিতে পারেননি। পরীক্ষার রেজাল্টের পর এ ব্যাপারে মানুষের ধোঁয়াশা কাটবে বলে বিধায়ক আশ্বাস দেন।

আসল সিল্ক সঠিক দাম
আভিজাত্যের শেষ নাম
মির্জাপুর লুমলেস সমিতি
গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।
মির্জাপুর মেন রোড, মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬ মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮

মুর্শিদাবাদ সিল্ক
শাড়ীর বৈচিত্র্যে
সাড়া জাগিয়েছে
বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)
মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯
এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।
★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।